Jagannath University Journal of Arts, Vol. 9, No. 1, January-June 2019
ISSN 2519-5816

মুঘল সম্রাটদের জীবনী চিত্রায়ণ ও সমকালীন চিত্রকলায় সামাজিক প্রেক্ষাপট: বাবুরনামা পাণ্ডুলিপির আলোকে একটি বিশ্লেষণ

মাহ্‌মুদা খানম*

Abstract: The illustrated manuscripts are major sources of the history of the Mughal period. Among them, the memoirs of the Mughal emperors are the most important. Almost all the Mughal emperors either wrote their own memoir, or any of their close relatives wrote the biographies and these manuscripts were illustrated in Mughal Darbar, either during their own reign or later. Baburnama was the first of those books, written by the founder of the dynasty, Zahiruddin Muhammad Babur. The original Turkish text, *Tuzuk-i-Baburi* was translated into Persian as *Baburnama* during the reign of Akbar. He had also initiated the illustration of the book. So far at least seven of the illustrated Baburnama manuscripts have been identified. Among them, the one in the collection of Indian Museum, Delhi illustrates a rich reflection of the contemporary social customs and norms. Based on the manuscript, this paper attempts to identify the contemporary social norms.

ভূমিকা

মুঘল চিত্রকলার জন্ম পারসিক চিত্রকলার হাত ধরে। সম্রাট হুমায়ূনের রাজত্বকালে পারস্য থেকে আগত দুই মহান শিল্পী মীর সৈয়দ আলি তাব্রিজি এবং খাজা আব্দুস সামাদ সিরাজির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এই চিত্রকলার যাত্রা শুরু বলে একে পারসিক চিত্ররীতিরই ধারাবাহিকতা বলে মনে করা হয়। তাই সূচনা পর্বে এ ঘরাণার ওপর পারসিক প্রভাব যে ছিল তা নিয়ে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই। কিন্তু চিত্রকরদের সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং এর পৃষ্ঠপোষকদের, বিশেষ করে হুমায়ূনের পুত্র মহামতি আকবরের নিজস্ব অভিরুচির প্রভাবে খুব দ্রুতই মুঘল চিত্রকলার একটি ভিন্ন ও স্বতন্ত্র রূপ দাঁড়িয়ে যায়। আকবরের চিত্রশালায় চিত্রায়িত *বাবুরনামা* পাণ্ডুলিপি থেকে এই ঘরাণার বিকাশের চিত্রটি খুঁজে নেয়া যায়। তবে তারচেয়েও গুরুত্বপুর্ণ হলো, এই পাণ্ডুলিপির চিত্রগুলো থেকে সমকালীন ভারতের সমাজ জীবন সম্পর্কে খানিকটা ধারণা পাওয়া যায়।

গবেষণা পদ্ধতি

প্রায় পাঁচশত বছরের পুরনো মুঘল চিত্রকলার ইতিহাস সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত পাওয়া দুরূহ। বর্তমান নিবন্ধটি রচনায় দিল্লীর ন্যাশনাল মিউজিয়ামে সংরক্ষিত *বাবুরনামা* বা *তুজুক-ই-বাবুরি* পাণ্ডুলিপিটি মূল সূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ষোড়শ শতকে সম্রাট আকবরের কুতুবখানায় প্রস্তুতকৃত বাবুরনামা পাণ্ডুলিপিটি মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসের এক অমূল্য দলিল। এর পাঠ থেকে পাওয়া তথ্যসমূহ বহুল ব্যবহৃত হলেও বর্তমান গবেষণায় মূলত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এর অলঙ্করণ হিসেবে চিত্রায়িত ছবিসমূহকে। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ও গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে এই চিত্রসমূহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

গবেষণাটিকে একই ধরণের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে তুলনা এবং বিভিন্ন গৌণ উৎস থেকে পাওয়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকেও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গৌণ উভয়রকমের উৎসকে গুরুত্ব দিয়ে বিশেষকরে সমকালীন চিত্রকলাকে ব্যবহার করে মুঘল যুগের সামাজিক ইতিহাসের একটি চিত্র তুলে ধরাই বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য।

বিষয় বিবরণ

পারসিক চিত্রকলার প্রভাবে ভারতে মুঘল শাসনাধীনে এই নতুন চিত্রভাষার বিকাশ ঘটেছে মূলত পাণ্ডুলিপিকে কেন্দ্র করে। তবে মুঘল দরবারে পাণ্ডুলিপি চিত্রায়নেরও এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছিল মুঘল সম্রাটদের জীবনী চিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে। বাবুর থেকে শাহজাহান পর্যন্ত সব কজন মুঘল সম্রাটই হয় নিজে তাদের আত্মজীবনী লিখেছেন অথবা তাদের জীবদ্দশাতেই অন্য কেউ তাদের হয়ে লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন তাদের জীবনের উল্লেখযোগ্য কাহিনী। এর সূচনা ঘটেছিল 'বাবুর নামা' বা 'তুজুক-ই বাবুরি'র মধ্য দিয়ে। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহিরউদ্দিন মুহম্মদ বাবুরের নিজের লেখা এই আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থটি তুর্কি ভাষার এক অনন্য সম্পদ। একদিকে যেমন এটি ছিল সমকালীন ইতিহাসের এক অনন্য দলিল, অন্যদিকে তেমনি সাহিত্যের বিচারেও এর গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহানসহ মুঘল সম্রাটরা বিশেষ যত্নের সঙ্গে এই গ্রন্থের মূল পাণ্ডুলিপিটি রক্ষা করেন। আকবরের আমলে ওয়াকিয়াত-ই বাবুরি নামে এর একটি ফারসি সংস্করণও প্রস্তুত করা হয়। আকবরের চিত্রশালাতেই বাবুর নামার একাধিক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে সেগুলো চিত্রায়ণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। আকবরের তসবিরখানায় চিত্রায়িত এ রকম অন্তত চারটি চিত্রায়িত পাণ্ডুলিপি খুঁজে পাওয়া গেছে।[১] এর মধ্যে একটির বিচ্ছিন্ন কিছু ছবি বর্তমানে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে রয়েছে।[২] একটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে লন্ডনেরই ব্রিটিশ মিউজিয়ামে[৩], একটির কিছু ছবি মস্কোর স্টেট মিউজিয়াম[৪] ও বাকি কিছু ছবি বাল্টিমোরের ওয়াল্টার্স আর্ট গ্যালারিতে[৫] এবং চতুর্থ পাণ্ডুলিপিটি রয়েছে দিল্লির ন্যাশনাল মিউজিয়ামে[৬]। বর্তমান প্রবন্ধে মূলত দিল্লির ন্যাশনাল মিউজিয়ামে রক্ষিত বাবুর নামা পাণ্ডুলিপিটির বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই মুঘল চিত্রকলায় সম্রাটদের জীবনী চিত্রায়ণের গুরুত্ব এবং এর মধ্য দিয়ে সমকালীন সমাজ ও পরিবেশের যে চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আলোচ্য পাণ্ডুলিপিটি আকবরের তসবিরখানায় ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে অলংকৃত হয়েছিল বলে এর একটি পৃষ্ঠায় সংযোজিত টীকায় উল্লেখিত হয়েছে। এর কিছুদিন আগে থেকে পাণ্ডুলিপিটি চিত্রায়ণের কাজ শুরু হয়েছিল বলে ধরে নেয়া যায়। প্রায় সমসাময়িককালেই আকবরের নিজের আত্মজীবনী আবুল ফজলের লেখা আকবরনামা পাণ্ডুলিপির চিত্রায়ণের কাজও চলছিল আকবরের চিত্রশালায়। এই দুটি পাণ্ডুলিপিতেই আকবরের দরবারের চিত্রশিল্পীরা অলংকরণের কাজ করেছেন বলে শিল্পীদের নামের তালিকায় অনেক মিল পাওয়া যায়।

বাবুর নামায় সব মিলিয়ে ৩৭৮টি ফোলিও আছে, এর ১২২টিতে সব মিলিয়ে আছে ১৪৪টি ছবি। এসব ছবির মধ্যে সর্বোচ্চ ৪২টি ছবির বিষয়বস্তু বাবুরের বর্ণনায় উল্লেখিত নানা ধরনের জীবজন্তু ও গাছপালার ছবি। ২৭টিতে সম্রাট বাবুরের ব্যক্তিগত জীবনের নানা ঘটনাবলী এবং আরো ১২টি ছবিতে আছে গৃহস্থালি কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন। এছাড়া ২৭টি ছবিতে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার দৃশ্য, ২৫টি ছবিতে বিভিন্ন যুদ্ধের দৃশ্য, সাতটিতে শিকারদৃশ্য এবং তিনটিতে বিভিন্ন ভোজসভার দৃশ্য এঁকেছেন শিল্পীরা। এসব ছবি এঁকেছেন সব মিলিয়ে ৪৯জন শিল্পী, যাদের নাম পাণ্ডুলিপিটির লিপিকার স্পষ্ট অক্ষরেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।[৭]

শুধুমাত্র বিষয় বৈচিত্রের কারণেই এই পাণ্ডুলিপিটি পরবর্তী যে কোনো বিশ্লেষণের জন্য আদর্শ বলে বিবেচিত হতে পারে। মুসলিম চিত্রকলায় পাণ্ডুলিপি চিত্রায়ন একটি সার্বজনীন বিষয়। কিন্তু বিষয়বস্তুর কারণেই বাবুর নামাসহ মুঘল সম্রাটদের জীবন কাহিনীভিত্তিক পাণ্ডুলিপিগুলো আলাদা গুরুত্ব রাখে। কারণ এই পাণ্ডুলিপিগুলোর চিত্রকররা এঁকেছেন নিজেদের দেখা কিংবা নিদেনপক্ষে সমকালীন সমাজের নানা ঘটনার ছবি। তার ওপর সম্রাটদের জীবনের ঘটনাবলী বলেই এসব ছবি আঁকার সময় অনেক বেশি সাবধানতাও অবলম্বন করেছেন চিত্রকররা। তাই এসব ছবিতে সমকালীন সমাজের জীবনযাত্রার নানা দিক চমৎকারভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে। পাণ্ডুলিপিতে যে সব ঘটনার উল্লেখ আছে সে সবের ছবিই এঁকেছেন শিল্পীরা, কিন্তু এক রকম নিজেদের অজান্তেই তার সঙ্গে যোগ করেছেন এমন সব চিত্র, যা থেকে পাওয়া যায় আরো অনেক অজানা তথ্য। এই পাণ্ডুলিপিটি অবশ্য চিত্রায়িত হয়েছে এর লেখকের মৃত্যুর কিছুকাল পরে, কিন্তু তারপরও এতে সমকালীন জীবনযাত্রার এক দারুণ ছবি খুঁজে পাওয়া যায়।

পাণ্ডুলিপির ভোজসভার দৃশ্যগুলোর কথাই ধরা যাক। বাবুর নিজে তাঁর লেখায় তাঁর পিতৃভূমি মধ্য এশিয়া এবং ভারতবর্ষের খাদ্যাভ্যাসের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন। তবে তাঁর লেখায় মূলত প্রাধান্য পেয়েছে রন্ধন-উপকরণ ও প্রণালী। ভারতবর্ষে আসার আগে মধ্য এশিয়ান খাদ্যাভ্যাস অনুসারে তিনি কাঠকয়লার আগুনে পোড়ানো মুরগি ও বিশেষ করে ছাগলের পা'য়ের কাবাব খেতে পছন্দ করতেন।[৮] ভারতবর্ষে আসার পর এদেশের বিচিত্র ধরনের মশলাদার খাবারের ভক্ত হয়ে যান তিনি। বাবুরনামার বিভিন্ন স্থানে এই মশলাসহ ভারতে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসল ও ফল-মূলের নাম উল্লেখ রয়েছে।[৯] তবে খাদ্য পরিবেশনের আদব-কেতা'র কোনো বিস্তারিত বর্ণনা বাবুরনামায় পাওয়া যায় না। কিন্তু পাণ্ডুলিপির তিনটি ভোজসভার দৃশ্য ভালোভাবে লক্ষ্য করলে এ সম্পর্কেও বেশ ভালো ধারণা পাওয়া যায়। এখানে ভোজসভার প্রস্তুতি থেকে শুরু করে এর চূড়ান্ত রূপ পর্যন্ত সবকিছুই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

প্রথম ছবিটিতে আছে ভোজসভার প্রস্তুতিপর্ব। সিন্ধু নদীর তীরে কোহাট নামের একটি জায়গায় যাত্রা বিরতির সময় সম্রাটের জন্য অনেকটা পিকনিকের আদলে আয়োজন করা হয়েছিল এই ভোজের। ছবির একেবারে নিচের দিকে দেখা যাচ্ছে একজন কসাই মাংস কাটছে, তার সামনে চলছে কাবাব তৈরির আয়োজন। ওপরের দিকে রয়েছে সম্রাটের তাঁবু ফেলার প্রস্তুতি। এরই ফাঁকে রান্না হওয়া খাবার-দাবার ও মিস্টান্ন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেদিকে।

দ্বিতীয় ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে তাঁবু খাটিয়ে অতিথিরা অপেক্ষা করছেন ভোজসভা শুরুর। সম্রাটের জন্য এই ভোজসভার আয়োজন করেন খোরাসানের মির্জারা।[১০] বাবুর তার লেখায় মির্জাদের তাঁবুর যে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন, শিল্পীর নিপুণ তুলিতে তার সবকিছুই ফুটে উঠেছে। বাড়তি হিসেবে আছে পর্দা ঘেরা রাজকীয় তাঁবুর বাইরে নিরাপত্তা রক্ষীদের অবস্থানের দৃশ্য, সঙ্গে সোনালী ও রূপালি নানা রকম খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন এবং এরই একপ্রান্তে বাদ্যযন্ত্র হাতে এক শিল্পীর অবস্থানও।

তৃতীয় ছবিটিতে আছে খাওয়ার দৃশ্য। হিরাতের মির্জাদের দেওয়া এই ভোজে বদিউজ্জামান মির্জা সম্রাট বাবুরকে আস্ত হাঁসের রোস্ট পরিবেশন করছেন (চিত্র-১)। বাবুর সেই রোস্ট ছুরি দিয়ে কাটার চেষ্টা করছেন। বাবুর লিখেছেন কাটার ব্যাপারে দক্ষতা না থাকায় প্রথমে তিনি ওই হাঁস না খাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পরে মির্জার সহযোগিতায় তিনি সুস্বাদু ওই খাবারটি খেতে সক্ষম হন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে বাবুরকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়েছেন তাঁর বাঁয়ে বসা

বদিউজ্জামান মির্জা। এই ছবিরও নিচের দিকে আছে রান্নার আয়োজনের ছবি। চেনার গাছের নিচে কার্পেট বিছিয়ে চলছে খাওয়ার আয়োজন, সম্রাটের চারদিকে পরিবেশিত হয়েছে নানা ধরনের খাবার।

লক্ষণীয়, এই তিনটি ছবিতেই ভোজের আয়োজন চলছে বাগানে কিংবার উন্মুক্ত স্থানে, প্রাসাদের ভেতরে নয়। মধ্য এশিয়ান সংস্কৃতিতে ভোজসভা মাত্রেই এমন বনভোজনের আদলে আয়োজন ছিল সাধারণ ব্যাপার।[১১] শুধু ভোজসভাই নয়, প্রকৃতপক্ষে রাজসভার বেশিরভাগ আয়োজনই হতো এমন উন্মুক্ত বাগানে। পরবর্তীকালে মুঘলদের জীবনে দরবার ও রাজসভার যে আনুষ্ঠানিকতা চালু হয়েছিল, তার পূর্বসূরী ছিল এই বাগানের ভেতরে আয়োজিত দরবারদৃশ্যগুলো। বাবুরনামারই অন্য একটি ছবিতে যেমন দেখা যাচ্ছে, বাগানের ভেতর তাঁবুর নিচে বসে বাবুর উপভোগ করছেন দুই কুস্তিগিরের লড়াই (চিত্র-২)। আদুলগায়ের দুই কুস্তিগিরের পরণের পোশাক ভারতীয়, যা থেকে অনুমান করে নেয়া যায় এ খেলা ভারতীয় ঐতিহ্য থেকেই অনুকৃত হয়ে ঢুকে পড়েছে মুঘল সংস্কৃতিতে।

প্রাসাদের ভেতরে, ব্যক্তিগত জীবনে খাদ্য গ্রহণের আয়োজন কেমন ছিল তারও খানিকটা আভাস আছে অন্য ছবিতে। একটি চিত্রে দেখা যাচ্ছে বাবুর তাঁর বোন খানজাদা বেগমের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। পরিস্থিতির শিকার হয়ে বাবুরের এই বোনটিকে তার চিরশত্রু শাইবানি খানের সঙ্গে বিয়ে দিতে হয়েছিল। শাহ ইসমাইলের কাছে শাইবানি খানের পরাজয়ের পর পারস্য সম্রাটের আশ্রয়ে থাকা বোনের সঙ্গে দেখা করতে যান বাবুর। এখানেও তাঁবুর ভেতরেই কার্পেটের ওপর বসে কথা বলছেন দু- ভাইবোন, তবে এই তাঁবু আর তাকে ঘিরে থাকা পর্দার উজ্জ্বল লাল রঙই আভাস দিচ্ছে রমণীয়তার। খানজাদা বেগমের তাঁবুতে বিভিন্ন বয়সী নারীকর্মীরাই কাজ করছেন, তাঁকে বাতাস করছেন এক পরিচারিকা। তবে এই ছবিতে অনেকদিন পর দেখা হওয়া দুই ভাইবোনের চেহারায় কোনো আবেগের ছাপ নেই। কারণটা পরিস্কার, দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর দেখা হচ্ছে বলে পরিচয় দেওয়ার আগে খানজাদা বেগম চিনতেই পারেননি বাবুরকে!

শিকার মুঘল জীবন-যাত্রার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাবুরনামায় অনেক শিকারদৃশ্য এবং বিশেষ করে শিকারের প্রস্তুতির ছবি পাওয়া যায়। এ রকম একটি দৃশ্যে সুসজ্জিত ঘোড়ায় আসীন বাবুরের মাথার ওপর একজনকে একটি ছাতা ধরে রাখতে দেখা যাচ্ছে (চিত্র-৩)। রাজণ্যের মাথার ওপর ছাতা ধরার এই রীতিও ভারতবর্ষীয়, কিন্তু ঠিক ঢুকে পড়েছে মুঘল রাজকীয় সংস্কৃতিতে।

পাণ্ডুলিপিগুলোর যুদ্ধদৃশ্যগুলোর আছে অন্য রকম আবহ। ইতিহাসের বর্ণনা থেকে আমরা এখন জানি পানিপথের যুদ্ধে কামানের ব্যবহার করেছিলেন বলেই সহজে জয় পেয়েছিলেন বাবুর। কেমন ছিল সেই কামানগুলো? শিল্পীর তুলিতে দেখা যাচ্ছে এক চাকা বিশিষ্ট ছোট কামানের পাশে দুই চাকার বড় বড় কামানও। সঙ্গে ঢাল তলোয়ারের মতো প্রচলিত অস্ত্র হাতে ঘোড়সওয়ার সৈন্যরাও আছে, আছে সৈন্যদের উৎসাহ দিতে ড্রামবাদকদের দলও (চিত্র-৪)।

শুধু কামান নয়, বন্দুকের ব্যবহারও জানতো মুঘলরা। অন্তত বাবুরনামার ছবি তা-ই বলছে। যুদ্ধের দৃশ্য নয় এমন দুটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে গাদা বন্দুক হাতে বাবুরের সহযাত্রীদের। প্রথম ছবিটিতে কাবুলের কাছে দুশি নামের একটি স্থানে বাবুরের সামনে উপস্থিত হয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন খসরু শাহ। এখানেও সম্রাটের দরবার বসেছে একটি চেনার গাছের নিচে। অন্য ছবিটি একটি দুঃখজনক ঘটনার। আন্দিজানের একটি চাহারবাগে ছুটি কাটাতে গিয়ে বাবুর জানলেন তার পিতা উমর শেখ মির্জার মৃত্যুর খবর, শুনেই তিনি ঘোড়ায় চেপে বসলেন। ছবিতে তার আশেপাশে সফরসঙ্গীদের

অনেকের হাতেই কিন্তু শোভা পাচ্ছে গাদা-বন্দুক। আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার জানলেও মুঘলদের যুদ্ধকৌশল অবশ্য মূলত ছিল ঢাল-তরবারি-তীর-ধনুক নির্ভর। অশ্বারোহীরাই ছিলেন তাদের সেনাবাহিনীর প্রাণ, ভারতবর্ষের পরিবেশের প্রভাবে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল হাতিও (চিত্র-৫)।

ভারতবর্ষে যুদ্ধের আরেকটি অবিচ্ছেদ্য অংশ যুদ্ধযাত্রার পথে নদী পার হওয়া। মধ্য এশিয়া থেকে আসা মুঘলদের যুদ্ধকৌশলে নৌবাহিনীর তেমন কোনো গুরুত্ব ছিল না। তাদের সেনাবাহিনী ছিল ঘোড়সওয়ার নির্ভর, ভারতবর্ষে এসে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হাতির বহর। যুদ্ধের সময় সেই বহরকে নদী পার করতে হতো নৌকা দিয়ে তৈরি অস্থায়ী সেতুর ওপর দিয়ে। আলোচ্য পাণ্ডুলিপির একটি ছবিতে সেই ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ছবির চারদিকেই যেন যুদ্ধ যুদ্ধ আমেজ! নদীটাও মোটেই শান্ত নয়। ভয়াবহতা বোঝাতেই কি না, একটি নৌকার পাশেই আঁকা হয়েছে একটি কুমিরের ছবিও (চিত্র-৬)। নদী পার হওয়ার দৃশ্য বাবুরনামার অন্যান্য পাণ্ডুলিপিতেও আছে, তবে সেগুলো সবই এক রকম নয়। ব্রিটিশ লাইব্রেরির পাণ্ডুলিপিতে নদী পার হওয়ার দৃশ্যে কয়েকজন সঙ্গীসহ বাবুর বসে আছেন একটি সাধারণ ভেলার ওপর বিছানো কার্পেটে, আদুল গায়ের কয়েকজন ভারতীয় লোক সাঁতরে সেই ভেলা ঠেলে নিয়ে চলেছে(চিত্র-৭)। আর ওয়াল্টার্স আর্ট গ্যালারির কপিতেও ভেলায় চেপে শান্ত নদীই পার হচ্ছেন বাবুর, তবে সেখানে ভেলাটি রীতিমতো রাজকীয় (চিত্র-৮)।

এই পাণ্ডুলিপির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ অবশ্য এর শিকারদৃশ্য আর পশুপাখি ও লতাপাতার ছবিগুলো। বাবুর নিজে প্রকৃতির বর্ণনায় ছিলেন দারুণ সিদ্ধহস্ত। নিজের দেখা বিভিন্ন পশু পাখি ও লতা পাতার নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন তিনি।[১২] সে সব বর্ণনা পড়েও যদি কেউ বুঝতে না পারেন, তাদের জন্য আছে ভবানি, ওস্তাদ মনসুর, আসি, লোহকা, ফাত্তুদের আঁকা চমৎকার সব ছবি। ভারতীয় জীববিজ্ঞানী এমএস রাঁন্ধোয়া এ কারণেই আগ্রহী হয়েছেন বাবুর নামার ছবি বিশ্লেষণ করতে।[১৩] তিনি লিখেছেন, ভারতের জীববৈচিত্রের ইতিহাস লিখতে চাইলে বাবুর নামার সাক্ষ্য উপেক্ষা করার কোনো উপায় নেই। আকবরের আগ্রহ এদিকে ছিল না, কিন্তু উত্তরাধিকারসূত্রে তার ছেলে জাহাঙ্গীর পেয়েছিলেন প্রপিতামহের এই গুণটি। তাঁর দরবারেই ওস্তাদ মনসুর দেখিয়েছেন পশুপাখির ছবি আঁকায় তাঁর যতো ওস্তাদি।[১৪] তার আগে এই পাণ্ডুলিপিতে কিছুটা আভাস দিয়েছেন মাত্র।

গুরুত্ব ও ফলাফল

বাবুরনামার অলঙ্করণ হিসেবে আঁকা ছবিগুলো ইতিহাসের উৎস হিসেবে অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। এই গুরুত্বের দুটি প্রধান দিক রয়েছে। প্রথমত, এই ছবিগুলো সমকালের ভারতবর্ষে বিকাশমান মুঘল সংস্কৃতির রূপকে চিনতে সাহায্য করে। মধ্য-এশিয়া থেকে আসা মুঘলরা ভারতবর্ষে রাজকীয় রীতি-নীতির এক বিশেষ রূপ গড়ে তুলেছিল, তাতে মধ্য এশিয়ার সংস্কৃতি যেমন ছিল তেমনি তার সঙ্গে যোগ হয়েছে ভারতীয় রীতি-নীতিও। এই রীতি বিকাশের নেপথ্যে মুখ্য ভূমিকা ছিল আকবরের। বাবুরনামা যদিও লেখা হয়েছে আকবরের জন্মেরও আগে, কিন্তু এর চিত্রায়নের ব্যবস্থা করেছিলেন আকবর নিজে, তাই আকবরের দরবারের শিল্পীরা জ্ঞাতসারে কিংবা অভ্যাসবশত হলেও এই দুই সংস্কৃতির মিলনের রূপটিকে তুলে ধরেছেন।

এই পাণ্ডুলিপির ছবিগুলোর গুরুত্বের অন্য দিকটিও কিন্তু পারসিক আর ভারতবর্ষীয় রীতির সম্মিলনের স্মারক। সেটি হলো মুঘল চিত্রকলার বিকাশের ইতিহাস। পারসিক ভাবনা ও অঙ্কনকৌশলের সঙ্গে ভারতীয় রঙ ও রূপের সম্মিলন কিভাবে মুঘল চিত্রকলার স্বরূপকে বিকশিত করেছিল, এই পাণ্ডুলিপির

ছবিগুলো তা চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। পাণ্ডুলিপিভিত্তিক চিত্রকলা থেকে মুঘল চিত্রকলার দরবারি চিত্রকলায় রূপান্তরের পথে এই ছবিগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা এখানে পাণ্ডুলিপির পাতায় ফুটে উঠেছে মুঘল দরবারেরই নানা ঘটনার ছবি।

উপসংহার

মুঘল বাদশাহদের আত্মজীবনীসমূহের মধ্যে *তুজুক-ই বাবুরি* তথা *বাবুরনামা* ছিল পথিকৃৎ। পিতামহের লেখা এই ঐতিহাসিক গ্রন্থটির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরে মহান বাদশাহ আকবর সেটির সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেই উদ্যোগের সূত্র ধরে *বাবুরনামা*র পাণ্ডুলিপি চিত্রায়নেরও ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। তাঁর সেই উদ্যোগেরই ফসল ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে সংরক্ষিত বাবুরনামার পাণ্ডুলিপিটি সমকালীন ইতিহাসের এক অনন্য দলিল। এই পাণ্ডুলিপির চিত্রসমূহ পাঠক-দর্শককে ফিরিয়ে নিয়ে যায় পাঁচশত বছর আগের মুঘল দরবারে, সেই চিত্রসমূহের বিশ্লেষণ থেকে তুলে আনা যায় মুঘলদের প্রশাসন থেকে শুরু করে জীবনযাত্রা প্রণালীরও নানা দিক। মধ্য এশিয়া থেকে এসে ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপন করলেও তাঁরা যে ঔপনিবেশিক প্রভু হয়ে এ অঞ্চলের মানুষকে শাসন করেননি, বরং ভারতবর্ষের সংস্কৃতিকেও আপন করে নিয়ে গড়ে তুলেছেন নতুন এক সর্বভারতীয় সংস্কৃতির রূপ, এই চিত্রগুলো তারই স্বাক্ষী।

চিত্র-১ : বাগানে বাবুরের ভোজসভা (ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম)

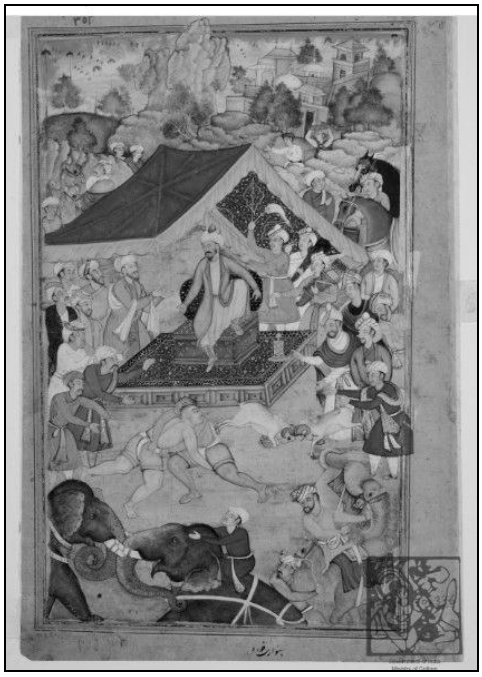

চিত্র-২: কুস্তির লড়াই দেখছেন বাবুর (ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম)

চিত্র-৪: পানিপথের যুদ্ধে কামানের ব্যবহার (ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম)

চিত্র-৫: হাতি-ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধ (ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম)

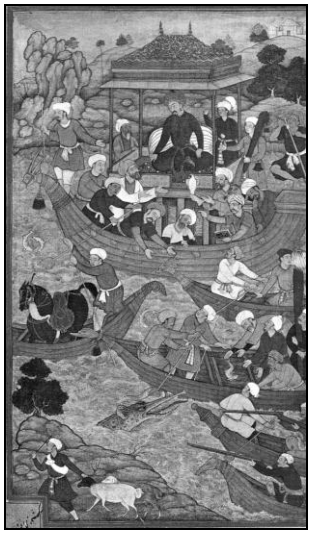

চিত্র-৬: যুদ্ধের সময় নদী পার হওয়া (ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম)

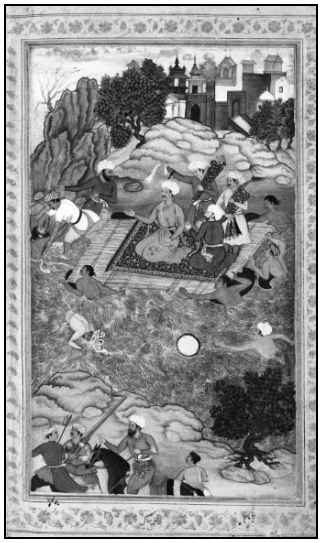

চিত্র-৭: ভেলায় চেপে নদী পার হওয়া (ব্রিটিশ লাইব্রেরি)

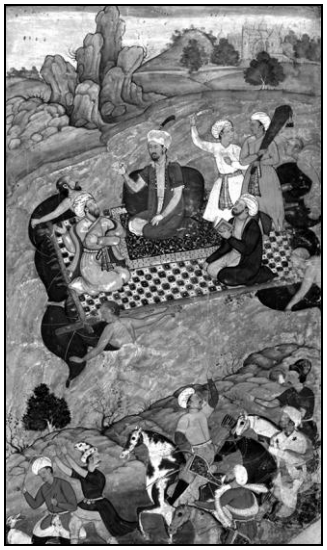

চিত্র-৮: ভেলায় চেপে নদী পার হওয়া (ব্রিটিশ লাইব্রেরি) (ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম)

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. Ellen Smart, "Four Illustrated Mughal Babur-nama Manuscripts," *Art and Archaeology Research Papers 3* (1973): pp. 54-58

২. Victoria & Albert Museum, London, Museum Number: IM 262-1913

৩. পাণ্ডুলিপিটির ছবিগুলো বর্তমানে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। British Museum, Museum Number: 2000-0616-0.1-0.8

৪. পাণ্ডুলিপিটির মোট ৩০টি ছবিযুক্ত ৫৭টি পৃষ্ঠা মস্কোর স্টেট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। Accession Number: 5674-1919

৫. Walters Ms. W.596

৬. National Museum of Delhi, Accession Number, 50.336

৭. S P Verma, *The illustrated Baburnama* (Abingdon, Oxon : Routledge, 2016), pp 19-23

৮. Zahir al-Din Muhammad Babur, *The Baburnama: Memoirs of Babur, Prince and Emperor*, ed. and trans. Wheeler M. Thackston (New York: The Modern Library, 2002), pp. 335-344.

৯. উদাহরণস্বরূপ, আগ্রার হাশত বিহিস্ত বাগানে নিজের দেশ থেকে আনা আঙুর ও তরমুজের চাষ করার কথা লিখেছেন বাবুর। সেই সঙ্গে উল্লেখ করেছেন ভারতের উর্বরা জমিতে উৎপাদিত এই ফলগুলোর স্বাদে মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি। দ্রষ্টব্য, *The Baburnama*, pp. 457-458.

১০. বাবুরনামায় এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। দ্রষ্টব্য, Annette Beveridge, *The Babur-Nama in English*, 2 v. (London, 1921), Reprint (Delhi: Orient Longmann, 1979), pp. 123-27

১১. Divya Narayanan, *Cultures of Food and Gastronomy in Mughal and post-Mughal India*, unpublished PhD thesis, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, 2015, pp. 22-23

১২. *The Baburnama*, p. 226.

১৩. MS Randhwa, *Paintings of the Babur Nama* (Delhi: National Museum, 1983), pp. 3-5

১৪. অশোক কুমার দাস, 'ওস্তাদ মনসুর', *দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত ধারাবাহিক প্রতিবেদন, ১৯৮৬ দ্রষ্টব্য